দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 3-1-DF-1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

22

রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেল হইতে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার

রংপুর সংবাদদাতা ॥ রংপুর মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তার পিনু হোষ্টেল, ডাক্তার মুক্তা হোষ্টেল ও জিয়াউর রহমান হোষ্টেলে অবৈধভাবে অবস্থানরত ছাত্র নামধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের পুলিশ গতকাল (বুধবার) বিকাল ৪টায় একসঙ্গে অভিযান চালাইয়া বাহির করিয়া দেয়। রংপুর মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক ও বিএমএ রংপুর জেলা শাখার সদস্য ডাক্তার রিংকু, ডাক্তার রাশেদুল মণ্ডলা ও ডাক্তার হামিদুল ইসলামের গাড়ী ভাংচুর করায় বিএমএ

(২য় পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

মেডিক্যাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রংপুর শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডাক্তার ইউসুফ আহমেদ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক সোহানুর রহমান সোহান, মুকুল, রাসেল ও পাভেলের নামে থানায় মামলা দায়ের করিয়াছেন। বর্তমানে কলেজ ক্যাম্পাসের অবস্থা শান্ত। ২৭ ডিসেম্বরের ভাংচুরের ঘটনার জন্য সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমানকে প্রধান করিয়া তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে। যাহাদের নামে থানায় মামলা হইয়াছে তাহার সকলেই ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী। উল্লেখ্য, ২৭শে ডিসেম্বরের ঘটনার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ ঘোষণা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হোষ্টেল ত্যাগ করিতে বলা হইলেও বেশকিছু অস্ত্রধারী ছাত্র ৩টি হোষ্টেলে অবস্থান করিতেছিল।

এই পরিস্থিতিতে, মেডিক্যাল কলেজের ৪টি হোষ্টেলের ৪জন হোষ্টেল সুপার এবং বিএমএ রংপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রউফ মঙ্গলবার পদত্যাগ করেন। বিএমএ রংপুর জেলা শাখা তাহাদের পাঁচদফা দাবী মেডিক্যাল কলেজ অধ্যক্ষ হামিদুর রহমানের নিকট পেশ করিয়াছে। দাবীনামায় তাহারা উল্লেখ করেন, হামলাকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে কোন শিক্ষক পরীক্ষা গ্রহণ অথবা অন্যকোন একাডেমীক কার্যক্রমে অংশ নিবে না। তাহারা উল্লেখ করেন, শিক্ষকদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসকের নিকট লিখিত আবেদন করিয়াও কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। কলেজ ক্যাম্পাসে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে।